যুগান্তর

তারিখ 03 JUN 2016
পৃষ্ঠা

এমপিওভুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ

শিক্ষা-প্রযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে। পরিমাণে তা ৫২ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা। এটি মোট বাজেটের ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ। কয়েক বছর ধরে এ খাতে তুলনামূলক কম বরাদ্দ দেয়া হচ্ছিল। চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ। শিক্ষা খাতে সবচেয়ে জনপ্রিয় কর্মসূচি নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি। এ খাতে গতবছরের চেয়ে এক টাকাও বরাদ্দ বাড়েনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গতবছরের তুলনায় এবার টাকা এবং শতাংশের অংকে বরাদ্দ বাড়া সত্ত্বেও এমপিও খাতে ৩১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। ফলে বিদায়ী অর্থবছরের মতোই নতুন বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ার আশংকাই বেশি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বারবারই বলেছেন, নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি নির্ভর করে পরবর্তী বছরে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ওপর। কেননা একবার একটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করলে তার আর্থিক দায় সারা জীবন বহন করতে হয়।

প্রস্তাবিত বাজেটে দেখা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মোট ২৬ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এরমধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ২০ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা ও উন্নয়ন ব্যয় ৬ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২০ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা। এরমধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ১৬ হাজার ২০০ কোটি টাকা ও উন্নয়ন ব্যয় ৪ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। আর প্রাথমিক স্তরে এবার মোট ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এরমধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ১৪ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ৭ হাজার ৭১০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১৬ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা। এরমধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ১১ হাজার ৫৯৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ৫ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তাই সামগ্রিক শিক্ষা খাতের ব্যয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, শিক্ষা সহায়তায় বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবসর সুবিধা বোর্ড'র অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট ফান্ড এবং ১০০ কোটি টাকা এককালীন অনুদান প্রস্তাব করছি।